



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর



**কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :**

১। উপজেলা/থানাঃ	গোপালপুর		
২। জেলাঃ	টাঙ্গাইল		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৬১ টি	৩। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	০৭ টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	২০৯৮০ জন	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৭৭৮ জন
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালু করণের তারিখঃ	১২/০৯/২০২১		
৮। ডিপিই'র ওয়েব সাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?	হ্যাঁ		
৯। জনবহুল স্থানে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?	হ্যাঁ		
১০। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	না		
১১। অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখঃ	০৭/০৩/২০২১		

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

**ক. বিদ্যালয় প্রস্তুত করণ বিষয়ক তথ্য**

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"><li>পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে;</li><li>বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে;</li><li>শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;</li></ul>
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৬১ টি
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"><li>রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে;</li><li>প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে;</li><li>স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।</li><li>প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের তাপমাত্রা মাপার রেকড সংরক্ষণ করা হচ্ছে।</li></ul>



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর



ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/জুমমিটিং/কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"><li>কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে;</li><li>সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন অংশীজন;</li><li>সভার সংখ্যা: ৯৮৭টি</li><li>সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইস টু ফেইস, গুগলমিট, জুমমিটি, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি</li></ul>
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ ( বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"><li>বরাদ্দকৃত অর্থ: আনুমানিক(৪০০০-৬০০০)</li><li>অর্থের উৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিকশিক্ষা অধিদপ্তর</li></ul>

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গোইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৬১টি
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	০
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	০
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধ ভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"><li>সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে;</li><li>প্রবেশের সময় ইনফারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে;</li><li>শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে;</li><li>কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।</li></ul>
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"><li>শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে</li><li>শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠপরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে</li><li>স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে</li></ul>

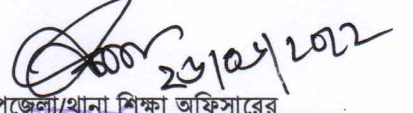


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর



ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরে ও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	<ul style="list-style-type: none"><li>গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে;</li><li>সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;</li><li>হোমভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।</li></ul>
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যা গড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	<ul style="list-style-type: none"><li>বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা</li><li>উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা</li><li>সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরনের ভীতি;</li><li>স্বাস্থ্যবিধি অধ্যয়নে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল;</li><li>শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি;</li></ul>
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সারসংক্ষেপঃ	<ul style="list-style-type: none"><li>অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে;</li><li>স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে;</li><li>শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;</li></ul>

সার্বিক মন্তব্য: কোভিড-১৯ এর সরকারি প্রাথমিক বিধিবিধান অনুসরণ পূর্বক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হয়েছে।

  
উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের  
স্বাক্ষর ও সিল  
গোপালপুর, টাঙ্গাইল